সংবাদ

তারিখ ... ২৫।১।৮১ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

প্রাথমিক শিক্ষকরা ১৯শে ফেব্রুয়ারী মহাবিক্ষোভ করবে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী ঢাকায় মহাবিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

গতকাল শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সমিতির সভাপতি জনাব আবুল কালাম আজাদ একথা জানান। ও সম্মেলনে বিভিন্ন এলাকার কতিপয় শিক্ষক প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন।

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন)

মহাবিক্ষোভ করবে

(১ম পাতার পর

জনাব আজাদ বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে ব্যক্তিবিশেষের রাজনৈতিক ও গোষ্ঠি বিশেষের আর্থিক লালসা থেকে রক্ষা করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষকগণ আন্দোলন শুরু করেছেন এবং রক্ত দিয়েছেন। যতোদিন পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত কালাকানুন বাতিল ও ২৪শে নভেম্বর গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা আইন বাস্তবায়িত না হবে ততোদিন পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, গ্রাম-সরকারের লাখ লাখ সদস্যকে অনুগত রাখার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা এবং এরজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এদের হাতে তুলে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। রাজনৈতিক কারণেও প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলনকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করার জন্য তিনি দলমত নির্বিশেষে দেশের আপামর জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি জানান, মহাবিক্ষোভের কর্মসূচী অনুযায়ী দেশের ১ লাখ ৮৮ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকা একজন করে সাথী নিয়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় উপস্থিত হয়ে শহীদ মিনার থেকে বঙ্গভবন পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করবেন। আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারীকে মহাবিক্ষোভের মূল জমায়েতের তারিখ ধার্য করা হয়েছে। এই দিন ৫ লাখ জনতার শোভাযাত্রা বঙ্গভবন অভিযান করবে। তিনি উল্লেখ করেন, বছরের শুরুতে প্রাথমিক শিক্ষকগণ ধর্মঘট শুরু করায় শিক্ষা ক্ষেত্রে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সরকার সম্পূর্ণ নির্বিকার ভূমিকা পালন করছে। তাই একেবারে নিরুপায় হয়েই প্রাথমিক শিক্ষকগণ দাবী আদায়ের জন্য মহাবিক্ষোভের মত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।